131850 - নামায শেষে পঠিতব্য যিকির-আযকার

প্রশ্ন

আমি ফরয নামায শেষে পঠিতব্য যিকির-আযকার ও দোয়া-দরুদ জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সুন্নাহ হচ্ছে- প্রত্যেক ফরয নামায শেষে ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী নামায আদায়কারী প্রত্যেক মুসলমি ৩ বার أَسْتَغْفِرُ اللهَ আস্তাগফিরুল্লাহ (আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাই) পড়বেন এবং বলবেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

(আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু ওয়া মনিকাস্ সালা-মু তাবা-রক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম)। (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনিই যাবতীয় ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত। আপনার কাছ থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। হে পরাক্রম ক্ষমতা ও ইহসানের অধিকারী! আপনি মহান হোন।)

এরপর ইমাম হলে মুসল্লিদের দিকে ফিরে, মুসল্লিদের দিকে মুখ করে বসবেন। তারপর ইমাম সাহেব ও অন্য মুসল্লিগণ পড়বেন:

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ, لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না‘বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। লাহুন নি‘মাতু ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুসসানাউল হাসান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ-দীন ওয়া লাও কারহিল কাফিরূন। আল্লা-হুম্মা লা মানি‘আ লিমা আ‘তাইতা, ওয়ালা মু‘তিয়া লিমা মানা‘তা, ওয়ালা ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর।

আর তনিি সকল কছিুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থকেে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নইে। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নইে। আমরা কবেল তাঁরই ইবাদত করি। নয়োমতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নইে। আমরা তাঁর দওেয়া দীনকে একনষ্ঠিভাবে মান্য করি, যদওি কাফরিরা তা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করছেনে তা বন্ধ করার কউে নইে; আর আপনি যা রুদ্ধ করছেনে তা প্রদান করার কউে নইে। আর কোনো ক্ষমতা-প্রতপিত্তরি অধকিারীর ক্ষমতা ও প্রতপিত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।)

মাগরবি ও ফজররে নামাযরে পর পূর্বোক্ত দোয়াগুলোর সাথে আরও পড়বনে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়াইয়ূমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নইে। তাঁর কোনো শরীক নইে। রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তনিইি জীবতি করনে এবং মৃত্যু দান করনে। আর তনিি সকল কছিুর ওপর ক্ষমতাবান।)[১০ বার]

এরপর سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ (সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার)

(অনুবাদ: আল্লাহ পবত্রি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ মহান)।[প্রত্যকেটি ৩৩ বার করে]

একশততম বারে বলবনে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক্ব ইলাহ নইে। তাঁর কোনো শরীক নইে। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তনিি সকল কছিুর ওপর ক্ষমতাবান।)

ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ক্ষত্রেে সুন্নাহ হচ্ছে- প্রত্যকে ফরয নামাযরে শষেে এ যকিরিগুলো মধ্যম মানরে উচ্চস্বরে পড়া; যাতে কোন কৃত্রমিতা থাকবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় লোকেরো ফরয নামায শষে করে উচ্চস্বরে যকিরি পড়ার প্রচলন ছলি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে: যকিরি শুনে আমি বুঝতাম যে, তাঁরা নামায শষে করছেনে।

তবে, সম্মলিতি সুরে এ যকিরিগুলো পড়া জায়যে নইে। বরং প্রত্যকেে নজিে নজিে পড়বনে; অন্যরে সুররে তোয়াক্কা করবনে না। কনেনা সম্মলিতিভাবে যকিরি করা বদিাত। পবত্রি শরয়িতে এর কোন ভত্তিি নইে।

এরপর ইমাম ও মুক্তাদি সকলে চুপে চুপে আয়াতুল কুরসি পড়বনে। তারপর প্রত্যকেে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস চুপে চুপে পড়বনে। মাগরবি ও ফজররে নামাযরে পর এ সূরাগুলো তনিবার করে পড়বনে।

এখানে আমরা যা উল্লখে করছে িএভাবে যকিরি করা উত্তম। যহেতেু সহহি সনদে এভাবে সাব্যস্ত হয়ছে।ে

আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিারবর্গ, সাহাবীবর্গ এবং কয়িামত পর্যন্ত তাঁদরে যথার্থ অনুসারীগণরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।